OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 362 - 368
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 362 - 368
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

নারীর সামাজিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে বাণী বসুর ‘মৈত্রেয় জাতক’

শ্রেয়া চৌধুরী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : tithii1996@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Buddhism, Ancient India, Historical Fiction, Women, Women Life, Women Education, Society, Social life.

Abstract
Buddhism holds a significant place in Indian history, and the social and political aspects of the Buddha's era form the core of 'Maitreya Jatak', a novel by Bani Basu published in 1996. This novel provides a modern perspective on the social and political conditions of Buddha's time, with a particular focus on the lives of women during that period. It critically explores their roles, societal value, and the challenges they faced, both emotional and psychological.

The women portrayed in the novel come from diverse social backgrounds. We encounter characters like Bishakha, a woman from a wealthy merchant family; Jitosoma, a famous courtesan; Queen Khema, who becomes a Buddhist bhikkhuni; and Kanha, a female slave. Despite their differing social and economic statuses, the novel delves deeply into the common struggles these women face in a patriarchal society. Their emotional battles and societal limitations are intricately examined.

Bishakha, for instance, is a wealthy, educated woman who follows the path of Gautama Buddha. As a devout supporter of the Sangha, she donates generously to the Buddhist community. However, later in life, she realizes that the status of women in society is deteriorating, and many Bhikkhus are becoming idle parasites, evading responsibility under the guise of Buddhism. Jitosoma, a wise and independent courtesan, aspires to live life on her own terms but is ultimately unable to achieve her dream. Apart from Jitosoma, the novel also sheds light on the lives of other courtesans during that time. Kanha, a slave woman, though personally content, believes that there is no happiness for women as a whole and sees no escape from the collective suffering of her gender.

Through these characters, 'Maitreya Jatak' provides a vivid portrayal of women's lives over 2,500 years ago, illustrating their social status, the limitations imposed upon them, and the challenges they faced. The novel offers

a critical reflection on the rights, roles, and value of women in ancient society, resonating with issues still relevant today.

Discussion

কালের প্রবাহে দাঁড়িয়ে উৎসমুখী হতে চাওয়া মানুষের একটি স্বাভাবিক স্বভাব। সমকালের প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে মানুষ ক্রমাগত বুঝে নিতে চেষ্টা করেছে তার অতীতকে, জানতে চেয়েছে তার বিগতকালের সার্বিক অবস্থা, যাপন, দর্শন থেকে শুরু করে সবকিছুই। তাই চিত্র, লিপি, স্থাপত্য, ভাস্কর্য সহ যে কোনো প্রত্নতত্ত্বীয় উপাদানের মধ্যে দিয়ে মানুষ খুঁজে ফিরেছে তার উৎপত্তির ইতিহাসকে। ইতিহাস শব্দটি বিভাজন করলে দেখা যায় ইতহ +√অস্ + অ যার অর্থ - এই যা ছিল। E. H. Carr তাঁর গ্রন্থে 'What is history?' প্রশ্নের উত্তর সন্ধনে গুরুত্ব দিয়েছেন সমকালীন সামাজিক দৃষ্টির ওপর -

> "When we attempt to answer the question 'What is history?' our answer, consciously or unconsciously, reflects our own position in time, and forms part of our answer to the broader question what view we take of the society in which we live."[১]

ঠিক এইভাবেই সমকালীন সংকট মুহূর্তের নিরিখে বাণী বসু ১৯৯৬ সালে নির্মাণ করেছেন 'মৈত্রেয় জাতক' উপন্যাসটি, যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে গৌতম বুদ্ধ ও তাঁর সময়। তথাগত ও তাঁর সংঘকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে নানান চরিত্র। বিংশ শতকের আধুনিক দৃষ্টির নিরিখে তিনি দেখেছেন প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের সমাজ ও তার মানুষজনকে। বাণী বসু উপন্যাসটির নিবেদন অংশে উপন্যাসে প্রদর্শিত তথাগত চরিত্রটির প্রসঙ্গে লিখেছেন -

> "আধ্যাত্মিকতাকে তাঁর ব্যক্তিতের পশ্চাৎপট বলে মেনে নিয়েই একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হিসেবে তিনি এ-যুগের বিচারে এবং সে যুগের চোখে কীভাবে প্রতিভাত হন, অর্থাৎ বিগ্রহের ভেতরকার মানুষ অমিতাভ কেমন, কী তাঁর তাৎপর্য তা দেখার বিশেষ আগ্রহ ছিল, আরও আগ্রহের বিষয় সেই দেশ ও সেই কাল যা তাঁকে সম্ভব করেছিল, সেইসব মানুষ যাঁরা তাঁকে বন্ধুতা অথবা শত্রুতা দিয়েছিলেন, এবং সবার পেছনে সেই জীবনের পটভূমি যা সাধারণজনের যাপিত।"[২]

এই উপন্যাসের পটভূমি প্রাচীন ভারতের ষোড়শ মহাজনপদের সময়কাল। যে সময় অঙ্গ, মগধ, কোশল, গান্ধার, মল্ল, বৃজি, অবন্তী প্রভৃতি মহাজনপদগুলি অভ্যন্তরীণ কলহে মগ্ন। সেই সামাজিক অবস্থায় দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাই উদীচ্য পণ্ডিত চণক, সাকেত রাজন্যপুত্র তিষ্য, গান্ধার গণিকা জিতসোমা, ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা বিশাখা, রাজবৈদ্য জীবক, রাজা বিম্বিসার সহ একাধিক রাজা, শ্রমণ, শ্রেষ্ঠী, নটী, দাসী, সাধারণ প্রজা এবং সর্বোপরি তথাগতকে।

উপন্যাসটি গৌতম বুদ্ধ ও তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও ঔপন্যাসিক বাণী বসু তাঁর নারীকেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থান, নারী মনস্তত্ত্ব ও নারী পুরুষের সম্পর্কগুলি বিশেষ গুরুত্ব সহযোগে নির্মাণ করেছেন। বৌদ্ধযুগের শুরু থেকেই নারীর অবস্থান সমাজে কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে তা বিচার করবার পূর্বে নারীর সামাজিক অবস্থানের সুত্র ধরে ফিরতে হবে আরও প্রাচীন যুগে। ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন - 'ঐতিহাসিক তথ্যসমূহকে অবমাননা' না করে তিনি উপন্যাসটি রচনা করেছেন, ফলে উপন্যাসে অবস্থিত নারীর সামাজিক স্থান কীভাবে এই অবস্থায় উপনীত হয়েছে তা বুঝতে আমাদের দৃষ্টিপাত করতে হবে বৌদ্ধযুগের আগের সময়কালগুলিতে। ঋক বৈদিক সাহিত্যে আমারা নারীর সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেতে পারি। ঋক বৈদিক যুগে পুত্র লাভের আকাঙ্ক্ষা করা হলেও কন্যা জন্ম কষ্টের কারণ হিসেবে ভাবা হত না যা পরবর্তী বৈদিক যুগে দেখা যায়। ঋক বৈদিক যুগেও সমাজ পুরুষতান্ত্রিক ছিল কিন্তু পরবর্তী বৈদিক যুগে সমাজে নারী অবস্থান ক্রমেই নিম্নগামী হয়। বৈদিক যুগে নারী অপেক্ষাকৃত স্বাধীন ছিল তবে নারীর প্রধান কাজ গৃহকর্মই ছিল। ঋকবেদের বিবাহ বর্ণনায় বালিকা বধূর বিবরণও দেখা যায় না যা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 362 - 368
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বৈদিক যুগের পরবর্তী সময়ে ক্রমেই প্রচলিত হতে শুরু করে। বৈদিক যুগে কিছু নারীর শিক্ষার বিবরণ পাওয়া গেলেও পরবর্তী বৈদিক যুগে নারীর শিক্ষার অধিকার হ্রাস পেয়েছিল। বৈদিক যুগে মেয়েদের শিক্ষার প্রসঙ্গে সুকুমারী ভট্টাচার্য জানিয়েছেন -

> "ঋগ্বেদ-এ কিছু ঋষিকার নাম পাই, হয়তো তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ শিক্ষালাভের সুযোগ পেতেন; যেমন বিশ্ববারা, ঘোষা, অপালা, ও গোধা। পাণিনিতে আচার্যা ও উপাধ্যায়া শব্দের ব্যুৎপত্তিতে অধ্যাপনা রত নারীর উল্লেখ আছে; কাশিকাভাষ্যে কাশকৃৎস্না ও অপিশ্লার নাম পাই মীমাংসা ও ব্যাকারণের পণ্ডিত হিসেবে; অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্, গার্গী, মৈত্রেয়ী, শাশ্বতী এঁদের কথাও পাই। অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে ব্যতিক্রমের মতো কোনও কোনও নারী শিক্ষার সুযোগ পেতেন। কিন্তু শাস্ত্রের নজির দেখলে বোঝা যায় নারীর শিক্ষার অধিকার ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছিল। তাই শিক্ষিতা নারীর প্রসঙ্গে বলা আছে, 'স্ত্রিয়ঃ সতীঃ ত উ যে পুংসঃ আহুঃ' (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১:১১:৪) অর্থাৎ নারী হয়েও তারা পুরুষ। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের যুগ থেকে শিক্ষিতা নারীর সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়, ক্রমে যে অবস্থা দাঁড়াল তাতে গণিকা ছাড়া শিক্ষাতে আর কোনও নারীর অধিকার ছিল না। অনুমান করা যায়, সঙ্গীত, নৃত্য ও চিত্রশিল্পে কিছু কিছু কুমারীর অধিকার ছিল, কিন্তু অন্যান্য বিদ্যা থেকে সাধারণ ভাবে সে বঞ্চিতই ছিল।"[৩]

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্বাব্দ ১৫০০ থেকে ৬০০ পর্যন্ত সময়কালকে ভারতের ইতিহাসে বৈদিক যুগ বলে স্বীকার করা হয়ে থাকে। আনুমানিক প্রায় ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগে ভারতে বৌদ্ধযুগের সূচনা হয়। 'মৈত্রেয় জাতক' উপন্যাসটি মূলত সংগঠিত হয়েছে মগধ, রাজগৃহ, সাকেত, শ্রাবস্তী ইত্যাদি নগরগুলিতে, এবং উপন্যাসটি নিরীক্ষণ করলে দেখা যায় এখানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের নারীদের অবস্থা, তাদের ভাবনা, জীবনযাত্রার চিত্র রয়েছে। উপন্যাসের প্রায় শুরুতেই উঠে আসে সাকেতের দেবী সুমনা ও শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়ের পঞ্চদশবর্ষী কন্যা বিশাখার কথা। বিশাখার শিক্ষা গৃহেই সম্পন্ন হতে থাকে। সে আচার্য মহাকল্পকের থেকে শাস্ত্র শিক্ষা নেয়, মা সুমনার কাছ থেকে চিত্র লিখতে শেখে এবং পিতা ধনঞ্জয়ের থেকে গণনাকৌশল, প্রয়োগ ও বাণিজ্য-বিদ্যা শিখতে থাকে। এই বিদ্যাচর্চার পাশাপাশি শস্ত্রবিদ্যাও জানা রয়েছে বিশাখার। বিশাখার চরিত্রে প্রথম থেকেই যে বৈশিষ্ট্যটি প্রকট ভাবে লক্ষ্য করা যায় তা হল অন্যের প্রতি তার হৃদয় মমতায় পরিপূর্ণ। দয়া, করুণা বিশাখার চরিত্রের একটি সহজ স্বাভাবিক গুণ যা ক্রমশই ব্যাপ্তি লাভ করেছে। তাই যেমন তাদের উদ্যানপালের সন্তানগুলি মারা গেলে বিশাখার মনে ব্যথার সঞ্চার ঘটেছে তেমনই বালিকাবয়স থেকেই গাভী বা রোগগ্রস্থ পশুদের পরিচর্যার ভার সে নিজেই নিয়েছে, আবার দাসদাসীদের দুঃখ কষ্টেও ব্যথিত বিশাখা কখনো তাদের মুক্তি দিয়েছে বা তাদের সার্বিক উন্নতির কথা ভেবেছে। বৌদ্ধ সাহিত্যেও উজ্জ্বল ভাবে বিশাখার প্রসঙ্গ বর্ণিত রয়েছে, যিনি পূর্বরাম বিহার (মিগারমাতু প্রাসাদ) নির্মাণ করেছিলেন।

বিশাখা ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে বেড়ে উঠলেও সমাজের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। বিশাখা অনুভব করেছে আভিজাত্যপূর্ণ জীবনে বেড়ে উঠলেও সে আসলে বন্দিনী। কিন্তু বন্দিনী সে একা নয়, তৎকালীন সময়ে রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, বারাণসীসহ সব জায়গার মেয়েরাই সমাজে তাদের নারীত্বের বন্ধনে রুদ্ধ। এই বন্ধনের দুঃখ অনুভব করার বোধ বিশাখার মধ্যে রয়েছে বলেই মা সুমনার কাছে বিম্বিসার পত্নী ক্ষেমা দেবীর প্রবজ্যা নেওয়া বা অন্যান্য সম্পন্ন পরিবারের নারীদের প্রবজ্যা নেওয়ার যথার্থ কারণ সে অনুধাবন করতে পেরেছে। বিবাহিত জীবনের অনিশ্চয়তা, অসারতা বা অযোগ্য প্রার্থীকে প্রণয় নিবেদনের কষ্ট বিশাখা বুঝেছে, কোথাও যেন এই বোধগুলি তার ভবিষ্যৎ জীবনের পরিণতিরই ইঙ্গিত বহন করে। তাই বিশাখার কণ্ঠস্বরেও শোনা যায় -

> "পিতা। কেন জানি না, অন্য কারও দুঃখের কথা শুনলে, বিশেষত নারীদের, আমি যেন কেমন একাত্ম হয়ে যাই তাদের সঙ্গে। অজ্জা রত্নাবলী যেন আমিই, আমিই যেন দেবী ভদ্রা, আমার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 362 - 368
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> এরূপ হয়। ...আর না হলেও যে জীবন সর্বাঙ্গসুন্দর হবে, ভাগ্যপীড়িত হবে না, এমন কথা কি কেউ দিতে পারে?"[৪]

বিশাখার অতিরিক্ত বুদ্ধভক্তির একটি বড়ো কারণ তার অসুখী দাম্পত্য জীবন। সাত বছর বয়সে বিশাখা প্রথম বুদ্ধ দর্শনে ও বুদ্ধের বাণী শ্রবণে তন্ময় হয়ে যায়, কিন্তু বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করার পরেই তার উপাসিকা জীবনের ওপর আকর্ষণ বাড়তে থাকে। অসুখী দাম্পত্য জীবন বিশাখার বুদ্ধের সাধনপদ্ধতির ওপর আকৃষ্ট হওয়ার একটি কারণ হলে অপরটি অবশ্যই বুদ্ধের ব্যক্তিমায়া, যা বিশাখার মনের ওপর প্রবল প্রভাবশালী ছিল। বিবাহের প্রকৃত কারণ প্রণয় না প্রজা উৎপাদন না বিবিধ এই সংশয়ে বিশাখা তিষ্যর প্রণয় প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করে মৃগার পুত্র পুণ্যবর্ধনকে বিবাহ করেছিল, কিন্তু এই বিবাহের ফলে বিশাখার দাম্পত্য জীবন সুখের হয়নি। অলস, ভোগী চরিত্রের পুণ্যবর্ধন নারীনিন্দায় উদ্যত হলে বিশাখা তার স্বামীকে অস্বীকার করেছে প্রয়োজনে ধরাশায়ী পর্যন্ত করেছে। তবু বিশাখাকে গর্ভে ধারণ করতে হয়েছে পুণ্যবর্ধনেরই সন্তান।

বিশাখা প্রবজ্যা না নিলেও গৃহী উপাসিকার মত জীবনযাপন করেছে, অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা পঞ্চশীল ব্রতর ওপর তার অগাধ আস্থা ছিল। কিন্তু সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে বিশাখার মধ্যে দেখা যায় বুদ্ধভক্তির ওপর অনাস্থা। যে বিপুল দান বিশাখা বা তার মত বিত্তশালীরা সেইসময় শ্রমণ-শ্রমণাদের জন্য করেছিল তা ক্রমেই ভিক্ষুদের আরও ভোগী, পরজীবী করে তুলছিল। শ্রমণাদের জন্য নির্মিত বিশাখার পূর্বরাম বিহার, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য অগাধ দানকে কেন্দ্র করে ভিক্ষুদের মধ্যেকার কলহ, বিশাখার সামাজিক অবনতির প্রতি দৃষ্টি উন্মোচন করে দিয়েছিল। পোশাক, মাংস, মধু, অন্নকে কেন্দ্র করে ভিক্ষুদের বিবাদ দেখে বিশাখা বুঝেছে এই বিপুল ভিক্ষু সম্প্রদায়ের বড়ো অংশই আসলে পরভোজী, অলস, নিশ্চেষ্ট শ্রেনী, যারা অনেকাংশেই সামাজিক বা সাংসারিক দায় এড়ানোর জন্য ভিক্ষুর জীবন গ্রহণ করেছে। তাই বুদ্ধের নীতিকে কেন্দ্র করে বিশাখার মানসিক দ্বন্দ্ব বাড়তে থাকে। যে বিশাখা বুদ্ধের প্রবল ব্যক্তিমায়ায় ছোট থেকেই সম্মোহিত ছিল, বুদ্ধের নীতি যার কাছে শিরোধার্য ছিল, সেই বিশাখার মধ্যেই বুদ্ধের নীতির পরিণতি এবং সামাজিক অবস্থা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন, এসেছে মানসিক দ্বন্দ্ব যা প্রকাশ পেয়েছে তিষ্যর কাছে। বিশাখার কন্যাসমা বোনকে তথাগত শ্বশুরালয়ে দাসীর মত থাকার বিধান দিলে বিশাখা তা মেনে নিতে পারেনি। শ্রমণদের বসবাস বা সামাজিক অবস্থা যেন সূচিত করে সামগ্রিক সামাজিক অবনমনকে। বৌদ্ধযুগের নারীর অবস্থা সম্পর্কে রনবীর চক্রবর্তীর মতে -

> "নারীর প্রতি বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গী ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের তুলনায় খানিকটা নমনীয়। কিন্তু বিবাহের ব্যাপারে বৌদ্ধ গ্রন্থে যে আদর্শ পদ্ধতির কথা বলা হল, তা কিন্তু ব্রাহ্মণ্য নিয়মাবলীর প্রায় অনুরূপ। কন্যার পিতা জামাতা ও তাঁর পরিবারকে বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য নিয়ে আসতেন—তাই এই পদ্ধতি বৌদ্ধ গ্রন্থে আবাহ-বিবাহ বলে আখ্যাত। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের রীতি অনুযায়ী পিতা কর্তৃক জামাতার হাতে কন্যা সম্প্রদানের বিধান বৌদ্ধ শাস্ত্রেও সমর্থিত। স্ত্রীকে স্বামীর প্রতি দাসীসমা (দাসীর মতো) হওয়ার বিধান দিয়েছিলেন বুদ্ধ নিজেই।"[৫]

বিশাখার বলিষ্ঠ চরিত্র গড়ে ওঠার পেছনে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী ছিলেন তার মা সুমনা। সুমনা প্রখর বুদ্ধিমতী ও ব্যক্তিত্বময়ী। ধনুর্বাণ, অসিচালনা সহ বহু শস্ত্রবিদ্যায় সিদ্ধহস্ত। রাজগৃহের ক্ষত্রিয়া কন্যা সুমনা ছিলেন বিম্বিসারের সহাধ্যায়িনী। সুমনা শস্ত্রচালনা শিখেছে কুশাবতী মল্লর কাছে। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের সমাজের নিরিখে দাঁড়িয়ে দেখা যায় সমাজে বর্ণভেদ থাকলেও তা ছিল মূলত পুরুষদের জন্য। বর্ণ অনুযায়ী কর্ম করার অধিকার ছিল শুধু পুরুষদের এবং নারীর মূল কাজ ছিল গৃহকর্ম ও সন্তান উৎপাদন। কিন্তু তারমধ্যেও ব্যতিক্রম ছিল, আর এরকমই এক ব্যতিক্রম সুমনা। তাই শিক্ষার আলো তিনি তার কন্যার মধ্যেও প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন। বিশাখার শস্ত্রশিক্ষা প্রসঙ্গে ধনঞ্জয় ও সুমনার কথোপকথনে জানা যায় তৎকালীন সমাজে ক্ষত্রিয়কন্যা হলেও তারা শস্ত্রবিদ্যা জানত না। অস্ত্রচালনা জানার ফলেই পূর্বদেশে বাণিজ্য অভিযানে গিয়ে শত্রুদের ধরাশায়ী করে সুমনা ধনঞ্জয়ের প্রাণ রক্ষা করেছিল। সুমনার সাংসারিক জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় বৈবাহিক জীবনেও সে সুখী, কন্যা বিশাখার মত অসুখী দাম্পত্য জীবনে সে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 362 - 368
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আবদ্ধ নয়। কিন্তু যে শিক্ষা তার মধ্যে রয়েছে, সাধারণ সাংসারিক জীবনে আবদ্ধ থেকে তিনি সেই ক্ষত্রিয়বিদ্যার বিশেষ প্রয়োগ ঘটাতে পারেন না। সাংসারিক জীবনে সব দায়িত্ব পালন করা বা প্রয়োজনে রাজা বিম্বিসারের অন্তরমহলে মন্ত্রণাদানের মত বড়ো ভূমিকা পালন করলেও, সমাজে কোথাও গিয়ে সুমনাকে নারী হওয়ার জন্যই কিছুটা হলেও পশ্চাৎপদ হতে হয়। তাই রাজার পাশে অশ্বচালনা, বা রথ চালনার অবদমিত ইচ্ছে দেখা যায় সুমনার মধ্যে। সুমনা ও ধনঞ্জয় উপাসনা করলেও পূর্ণ রূপে বুদ্ধের মতের অনুগামী ছিলেন না, বিশাখার সাথে তার তথাগতর পন্থা বা নারী পুরুষের অবস্থানের আলোচনা প্রসঙ্গে সেই ভাবনার প্রকাশ পাওয়া যায়। সুমনার মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস দেখা যায় যে নারী যখন থেকে অস্ত্রচালনা বন্ধ করেছে তখন থেকেই তার দুর্গতির সূচনা হয়েছে। তাই বহু নারী অবাঞ্ছিত স্বামীর থেকে মুক্তি পেতে বা সাংসারিক শ্রম থেকে মুক্তি পেতে প্রবজ্যা নিয়েছে, এই কথা শুনে সেইসূত্র ধরেই উঠে আসে কুশাবতী মল্লর কথা। প্রাচীন যুগে যে সময় নারী অস্ত্রচালনা করতো পুরুষেরই মত সে সময় নারীর ওপর বলপ্রয়োগ করা হত না, কিন্তু কালের গতিতে নারী সেই প্রাচীন অবস্থা ভুলে ক্রমেই পরিণত হয়েছে পুরুষের দাসী রূপে।

উপন্যাসে তৎকালীন সামাজিক অবস্থার প্রতিকৃতি পর্যালোচনায় দাস-দাসীর অবস্থাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বৌদ্ধ যুগে দাসপ্রথা খুবই সাধারণ ভাবে বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসে। শ্রেষ্ঠী গৃহে বা অন্য সম্ভ্রান্ত পরিবারে একাধিক দাসদাসী নিযুক্ত থাকত নানা ধরণের কাজের জন্য। বংশানুক্রমিক ভাবেই দাস প্রথার বিবরণ পাওয়া যায়, এবং গৃহ ভেদে এই দাস-দাসীদের সাথে প্রভুর আচরণের বদল পরিলক্ষিত হয়। বিশাখা তার প্রধান তিন দাসী ধনপালী, ময়ূরী ও কাহ্নার সাথে সখীর মত আচরণ করলেও দেখা যায় অপর একটি গৃহে এক প্রতিবন্ধী কন্যার মা পদ্মিনী নামের এক দাসীকে হত্যা করবার প্রয়াস পর্যন্ত করেছিল। ধনপালী, ময়ূরী ও কাহ্নার প্রধান কাজ বিশাখার সেবা ও সাহায্য করা হলেও বিশাখার সাথে তাদের সম্পর্কটি ভিন্ন ধরণের। বিশাখা তার দাসীদের শিক্ষাদান করেছে এবং স্বাধীন করে দাসত্ব থেকে মুক্তি পর্যন্ত দিয়েছে। অন্যান্য দাসীদের মধ্যে থেকেও কাহ্না কিছুটা স্বতন্ত্র। কাহ্না সমাজের তথাকথিত নিচু শ্রেণি অর্থাৎ শূদ্রা রমণী হলেও শ্রেণিগত সামান্য আঘাতেও তার অভিমান স্ফুরিত হতে দেখা যায়। পুণ্যবর্ধনের রথচালক কাহ্নার সম্মতিতে তাকে বিবাহ করতে চেয়েছে শুনে বিশাখা কাহ্না সহ সকলকে মুক্ত করতে চাইলেও তারা মুক্ত হতে চায়নি। বিশাখাকে কেন্দ্র করেই যাদের জীবন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আবর্তিত হয়, সেই কেন্দ্রবিন্দু থেকে বিছিন্ন হয়ে নতুন ভাবে জীবন গড়ে তোলা কঠিন। তাই বিশাখা তার শ্বশুরালয়ে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের মধ্যে দেখা যায় একপ্রকার সংযত শোক।
কাহ্না প্রণয়ে প্রতারিত হয়েছিল। শিক্ষালাভের পর যে ভাবনার পরিবর্তন ঘটে কাহ্নার মধ্যেও তা দেখা যায়, তাই সূক্ত রচনার পাশাপাশি তার মনে দেখা যায় জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা। কাহ্না দেখতে পেয়েছে বিবাহের মধ্যে রয়েছে স্বামীর দাসত্ব, স্বেচ্ছাচারে রয়েছে স্বভাবের দাসত্ব আর বৌদ্ধ ভিক্ষুণী হলে তার মধ্যে রয়েছে সংঘের দাসত্ব অর্থাৎ সংঘের নিয়মাবলীর দাসত্ব। সংঘে ভিক্ষুণীদের ওপর অন্যায় ঘটিত হলেও ভিক্ষুণীদের তার বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার ছিল না। কাহ্না পরিত্রাণের পথ খুঁজে পায়নি, তাই আত্মহত্যার পূর্বে লেখা শেষ পত্রেও ধ্বনিত হয় হতাশাময় এক শূন্যতা-

> "বিশাখাভদ্রা, দাস জনক-জননী প্রথমে জন্ম দিয়েছিলেন, তুমি নতুন জন্ম দিলে। নতুন জ্ঞান দিলে। সেই জ্ঞান দিয়ে দেখলাম জগৎ বড় বিষাদময়। ধন, জন, রূপ, মুক্তি কিছুতেই সেই মহাশূন্যতা ভরে না। অপরিপূরিত দরিদ্রই থেকে যায় জীবন। সংসারে নারীর সুখ নেই, সংসার ত্যাগেই বা সুখ কোথায়। কোথাও কোনও পথ পেলাম না।"[৬]

জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি মানুষ অন্য মানুষের থেকে ভিন্ন হয়ে ওঠে। কিন্তু এই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে গড়ে ওঠে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় একটি মানুষ কোন পরিবেশে, কোন সামাজিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে কীরকম যাপন দ্বারা একটি পূর্ণ মানুষে পরিণত হয়ে উঠছে তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 'মৈত্রেয় জাতক' উপন্যাসে আমরা যেমন ধনশালী শ্রেষ্ঠী গৃহে বেড়ে ওঠা বিশাখাকে দেখতে পাই তেমন ভাবেই উপন্যাসে সমান্তরাল ভাবে আমরা অপর একটি নারী- জিতসোমাকে দেখতে পাই যে সম্পূর্ণ অন্য পরিবেশ ও ভিন্ন জীবনযাপনে বেড়ে উঠেছে। গান্ধার গণিকা জিতসোমা ছিল আচার্য দেবরাত ও জনপদশোভিনী দেবদত্তার কন্যা, চণকের বৈমাত্রেয় ভগিনী। জিতসোমাকে গান্ধার থেকে পারস্য গালিচার সাথে উপঢৌকন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 362 - 368
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হিসেবে পাঠানো হয় মগধরাজ বিম্বিসারের রাজপুরীতে। রাজা বা রাজঅমাত্যদের অন্তঃপুরে বেড়ে ওঠা জিতসোমা সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে উপলব্ধি করেছে অন্যভাবে। বেদবিদ্যা থেকে ললিতকলা সবেই সে অসামান্যা। একজন প্রসিদ্ধ গণিকা হয়ে উঠতে গেলে তাকে বহুবিধ বিদ্যার অধিকারী হয়ে উঠতে হয়, তাই একজন সাধারণ কূলবধূর তুলনায় একজন গণিকা বিবিধ বিদ্যাচর্চার ফলে উন্নত আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকতেন। নৃত্য, গীত, কাব্যালোচনা সহ প্রভৃতি শিক্ষার ফলে সমাজে গণিকাদের গরিমা থাকত, সমাদর থাকলেও জিতসোমা অনুভব করেছে এ আসলে সোনার খাঁচায় রুদ্ধ পাখির মত বাঁচা। এখানে লক্ষণীয় বিশাখাও সম্ভ্রান্ত পরিবারে বড়ো হয়ে নারী জীবনের যে বন্ধন উপলব্ধি করেছে, জিতসোমা একজন অসামান্য গণিকা হয়েও নারী জীবনের রুদ্ধতা উপলব্ধি করেছে, অর্থাৎ তৎকালীন সমাজে নারী সমাজের যে স্তরে যে অবস্থাতেই থাকুক সে প্রকৃতপক্ষে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বেড়াজালে আবদ্ধ। যে শিল্পকলা সাধনার মাধ্যমে মনুষ্যজীবনে মুক্তির স্বাদ এনে দিতে পারে, তা যদি শুধুমাত্র কামপিপাসু মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য সম্পাদন করা হয়, তাহলে তা শিল্পীর মনকে উন্মুক্ত করার পরিবর্তে কলুষিত করে। পরম্পরা সূত্রে যে রাজশাস্ত্র সম্পূর্ণ করবার ভার দেবরাত থেকে চণক হয়ে জিতসোমার কাছে পৌঁছেছিল তাতে জিতসোমা তার নারীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সমাজের মৌলিক বিভাজন অর্থাৎ নারী ও নরের বিভাজনের পার্থক্য চণককে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল। চণক তক্ষশীলার পণ্ডিত হলেও নারী প্রসঙ্গে চিরাচরিত ভাবনার বাইরে গিয়ে বিবাহ ভিন্ন জিতসোমার অন্য কোনো পরিণতির কথা ভাবতে পারেনি, তাই জিতসোমার মুক্তির প্রসঙ্গে প্রথাগত সামাজিক পুরুষের মতই চণক মনে করেছে বিবাহ ভিন্ন নারী হয় গণভোগ্যা নয় দাসী অথবা প্রবজিকা হতে পারে, এতটুকুই তার সীমা। এ ভিন্ন নারীর আর পথ নেই। তাই দেখা যায় অজাতশত্রু জিতসোমাকে চাইলে চণক তিষ্যকে অনুরোধ করে জিতসোমাকে বিবাহ করতে। অসহায় জিতসোমার পরিত্রাণের আকুল আহ্বান ত্যাগ করে চণক চলে গেছে দূরে।

জিতসোমা তার সময়ের সাপেক্ষে একজন বিদুষী নারী ছিলেন। জিতসোমার মা দেবদত্তা বংশ পরম্পরায় গণিকা ছিলেন না, কিন্তু ঘটনাচক্রে খুব কম বয়সেই তাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে গান্ধার গণিকা তৈরি করা হয়। তাই তিনি তার কন্যাকে সবসময় বলেছেন গণিকাবৃত্তি থেকে উত্তরণের কথা। জিতসোমা বুদ্ধির তীক্ষ্নতায় গণিকা থেকে হয়ে উঠেছে চণক, তিষ্যর তুল্য। তাই সে রাজা বিম্বিসার, চণক ও তিষ্যর আলোচনা সভার অংশ হয়ে উঠতে পেরেছে অনায়াসেই। নারী হয়েও সে মন্ত্রণা সভায় যোগ দিতে পেরেছে। রাজকুমার ও অন্যান্য রাজপ্রতিনিধিদের অবস্থান বুঝে রাজা বিম্বিসারকে ষড়যন্ত্রের থেকে রক্ষার করবার মত গুপ্ত কাজও করতে হয়েছে জিতসোমাকে। জিতসোমার বোধ ও জীবনদর্শন তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তুলেছে তাই তার বুদ্ধির সাহচর্য চেয়েছেন বিম্বিসার এবং অজাতশত্রু উভয়ই, যারা ঘটনাচক্রে একে অপরের প্রতিপক্ষ। জিতসোমা নিজ যোগ্যতায় উভয়ের কাছেই আবেদন করেছে তাকে রাজঅমাত্য রূপে নিযুক্ত করার জন্য। উভয়পক্ষই প্রাথমিক ভাবে তার এই ভাবনাকে নাকচ করেছিলেন, তার কারণ জিতসোমা বিদুষী এবং এই কাজের জন্য যথাযোগ্য প্রার্থী হলেও সে একজন নারী। চিরায়ত সমাজের বিপক্ষে গিয়ে একজন নারীকে অমাত্য পদে নিযুক্ত কারার মত সিদ্ধান্ত নেওয়া একজন রাজার পক্ষেও কঠিন। তাই জিতসোমা বলেছে-

> "না, না, সোমা অমাত্য কেন হবে, মহারাজ? নারী যে! যত গুরুত্বপূর্ণ কর্মই করুক, রাজাকে ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করা, রাজপুত্রকে সুপথে পরিচালনা করা, রাজ্যশাসনের নীতিগুলিতে সময় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী বাস্তব পরিবর্তন করা, যা-ই হোক না কেন, তাকে তা করতে হবে হয় অবরোধের মধ্য থেকে, আর তা নয়ত শত পুরুষের বিকৃত মনোরঞ্জনের কুৎসিত দায় নিয়ে জীবন শেষ করতে করতে। আশ্চর্য এই, আপনার মত শক্তিমান হৃদয়বান পুরুষেরও এ কথা বলতে লজ্জা হয় না মহারাজ"[৭]

বিম্বিসার শেষ পর্যন্ত জিতসোমাকে অমাত্য হিসেবে নিযুক্ত করলেও তার এই পরিচয়টি জনসাধারণের কাছে গোপন থেকেছে। আবার অজাতশত্রুর পক্ষ অবলম্বন না করায় জিতসোমাকে গৃহবন্দী থাকতে হয়েছে। কিন্তু শেষে জিতসোমা বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়েছে তিষ্যর হাত ধরেই। তাই মুক্তির কথা বা সমাজে নারীর যে স্বাধীন পরিণতির কথা জিতসোমা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 362 - 368
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চিন্তা করেছিল তা অধরাই থেকে যায়, কারণ জিতসোমাকে শেষপর্যন্ত তিষ্যকে বিবাহ করতে হয়। যদিও সে বিবাহ সুখের ছিল কিন্তু তাতে জিতসোমার মত এক বিদুষী নারীর স্বাধীন স্বনির্ভর হয়ে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা পায় না।

জিতসোমা ছাড়াও আরও একাধিক গণিকা ও গণিকাজীবনের চিত্র রয়েছে উপন্যাসটিতে। বৌদ্ধসাহিত্যে উল্লিখিত আম্রপালি ছিলেন বৈশালীর নগরবধূ। তেমনই রাজগৃহের এক গণিকা ছিলেন শ্রীমতি। তৎকালীন সমাজে বৈশালী, রাজগৃহ প্রভৃতি নগরে খ্যাতনামা গণিকা রাখা হত, রাষ্ট্র নিজে গণিকা প্রশিক্ষণের খরচ বহন করতো। অন্যদিকে রাজ্যে খ্যাতনামা গণিকা থাকলে বিভিন্ন জায়গা থেকে বণিক সহ বিত্তশালী ব্যক্তিরা আসতেন গণিকাদের কাছে। তাতে যেমন জনপদের শ্রীবৃদ্ধি হত তেমনই গণিকার থেকেও রাজ্য শুল্ক আদায় করতে পারত। শ্রীমতী অম্রপালির মত অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ গণিকা না হলেও সে চণকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। চণকের সাথে শ্রীমতির সম্পর্কটি সাধারণ গণিকা ও ভোগী পুরুষের সম্পর্ক নয়। চণক তার অস্থির অবস্থায় একাধিকবার আশ্রয় খুঁজেছে শ্রীমতির। চণক শুধু নিজের প্রয়োজনই বুঝেছে, তাই চণকের সন্তান গর্ভে ধারণ করবার সময়ও অভিমানে বা আত্মমর্যাদার কারণে নিজেকে অন্তরালে লুকিয়ে রেখেছে শ্রীমতি। নিজের সন্তানের জন্য চণকের সাহায্য বা চণকের দেওয়া বংশ পরিচয়ও অস্বীকার করেছে সে। শ্রীমতি মারা যাওয়ায় পর দীর্ঘদিন তার সৎকারে বাঁধা দিয়েছেন তথাগত তারই এক শ্রমণকে নারীদেহের প্রকৃত সত্য বোঝানোর জন্য। তাই দেখা যায় শ্রীমতী মারা যাওয়ার পর শ্মশানে তার শবকে কেন্দ্র করে একে একে শকুন নামতে থাকে। এক গণিকার শবকে কেন্দ্র করে শকুন নেমে আসা যেন সূচিত করে নিত্যকাল থেকে চলে আসা রমণীর দেহ বা রূপসৌন্দর্যকে কেন্দ্র করে কামপিপাসু পুরুষদের আগমন, যারা তক্ষকের মত নিরন্তর খোদাই করতে থাকে নারী দেহ।

'মৈত্রেয় জাতক' উপন্যাসটি পর্যালোচনা করলে প্রায় আড়াই হাজার বছরেরও বেশি আগে উদীচ্য ও মধ্যদেশীয় অংশে সমাজের একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্র লক্ষ করা যায়। যার বড়ো অংশ জুড়ে অবস্থান করছে নারীরা। সেই সময়ে সমাজে নারীর সীমা, অধিকার, আজ্ঞা-নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি বিষয় চর্চিত হয়েছে। যেখানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে উঠে এসেছে নারীদের বিবিধ শিক্ষার প্রসঙ্গ ও তার প্রভাব। নারীশিক্ষা ব্যক্তিগত উদ্যোগে সম্পন্ন হলেও সাধারণের জন্য তার প্রচলন বিশেষ ছিল না। সেখানে যেমন দেখা যায় রাজমহিষী দেবী ক্ষেমা নিজের প্রজ্ঞার দ্বারা বুদ্ধের প্রধান নারী শিষ্য হয়ে উঠছে বা উৎপলাবর্ণা তার সব বিভ্রান্তিকে জয় করে বুদ্ধের প্রধান নারী শিষ্য হয়ে উঠেছে তেমন ভাবেই বিশাখা প্রত্যক্ষ করেছে সমাজে নারীর অবস্থানের অবক্ষয় বা জিতসোমা দেখেছে নারী হওয়ার বিবিধ প্রতিকূলতা। তাই সমগ্র উপন্যাস জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বহু নারী চরিত্রকে দেখা যায়, যারা তাদের কর্ম, যাপন ও দর্শনের মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থানের চিত্র নির্মাণে সহায়তা করেছেন।

Reference:

১. Carr, E. H., 'What Is History?', Penguin Books Ltd, London, 1990, P. 8
২. বসু, বাণী, 'নিবেদন', 'মৈত্রেয় জাতক', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সং ১৯৯৬, পৃ. অনুল্লিখিত
৩. ভট্টাচার্য, সুকুমারী, 'বৈদিক সমাজে নারীর স্থান', 'প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সং ১৩৯৪, পৃ. ৩১
৪. বসু, বাণী, 'মৈত্রেয় জাতক', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সং ১৯৯৬, পৃ. ৮২
৫. চক্রবর্তী, রণবীর, 'ভারত-ইতিহাসের আদিপর্ব' প্রথম খণ্ড, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১৭১
৬. বসু, বাণী, 'মৈত্রেয় জাতক', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সং ১৯৯৬, পৃ. ৩৪০
৭. ঐ, পৃ. ৩২৬